যুগান্তর

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৮ ......

NOV. 23 2002

ঢাবির সাবেক ভিসি ও কোষাধ্যক্ষের বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলা হচ্ছে

মুসতাক আহমদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরী ও সাবেক কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক শামসুল হকের

মামলা : পৃষ্ঠা : ১৫ কলাম : ৫

মামলা : ঢাবি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলা হচ্ছে। নিয়ম বহির্ভূতভাবে ব্যাংক থেকে তিন কোটি টাকা ঋণ নিয়ে ঠিকাদারদের বিল পরিশোধ করে আর্থিকভাবে লাভবান এবং বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রায় দেড় লাখ টাকা ক্ষতিগ্রস্ত করার দায়ে দুর্নীতি দমন ব্যুরো এ মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে। ইতিমধ্যেই এ ব্যাপারে তদন্ত সম্পন্ন করে প্রধানমন্ত্রীর দফতরে পেশ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার অনুমোদন পাওয়ার পরই আনুষ্ঠানিকভাবে মামলা দায়ের করা হবে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ১৯৯৯ সালে মার্চ মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৪টি উন্নয়ন প্রকল্পের বিপরীতে ঠিকাদারদের পাওনার পরিমাণ দাঁড়ায় তিন কোটি টাকার উপরে। ওই মাসের শেষ সপ্তাহে ছিল ঈদের ছুটি। ছুটির আগে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন থেকে ১৯৯৮-৯৯ শিক্ষাবর্ষের তৃতীয় কিস্তির উন্নয়ন বরাদ্দের টাকা আসতে বিলম্ব হতে পারে–এ আশংকা করে তৎকালীন কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক শামসুল হক ব্যাংক থেকে তিন কোটি টাকা ঋণ নিয়ে এই টাকায় ঠিকাদারদের বিল পরিশোধের উদ্যোগ নেন। এরপর ওই বছর ২৩ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জনতা ব্যাংককে এক পত্র দিয়ে ঋণ চায়। সে মোতাবেক জনতা ব্যাংক তিন কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর করে। ওই একই ব্যাংকে রক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন হিসাব নং ০১১৮৩৩০০০২১৪ তে জমা দেয়। কোষাধ্যক্ষ তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরীর সম্মতি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের এফডিআরে গচ্ছিত ৩ কোটি ৪৪ লাখ ৮২ হাজার টাকার (এফডিআর হিসাব নং-৭১০০০০১১) বিপরীতে এই ৩ কোটি টাকা ঋণ নেন। ১২ দিনের জন্য এই ঋণ নেয়া হয়েছিল।

এ ব্যাপারে অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরী বলেন, ঋণ বাবদ যে সুদ আসবে তা ঠিকাদারদের কাছ থেকে আদায় করার কথা তাকে কোষাধ্যক্ষ বুঝিয়েছিলেন। এজন্য তিনি রাজি হয়েছিলেন। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক সংশ্লিষ্ট সব বিষয় দেখেন কোষাধ্যক্ষ। তাই এ ব্যাপারে যা হয়েছে তাতে তার হাত নেই। তিনি আরও বলেন, তিনি রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার।